১৪-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার কাছ থেকে জীবনমুক্তির বর্সা প্রাপ্ত করার জন্য মায়ার সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হও । এখানে জীবনমুক্ত (শরীরে থেকেও শরীরের ভান থেকে মুক্ত) হলেই ওখানেও (সত্য যুগ) জীবন-মুক্তি পদ প্রাপ্ত হবে (স্বর্গের অধিকার)"

প্রশ্ন :-- এই জ্ঞানের বীজ অবিনাশী, কিভাবে ?

উত্তর :-- এই জ্ঞান দ্বারাই সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হয় । ঐ রাজধানী অতি বিশাল । একবারও যদি কোনও আত্মা এই জ্ঞান ধারণ করে, হতে পারে মাঝখানে ছেড়ে চলে গেল তবুও সে আবারও আসবে, কেননা তাকেও রাজধানীতে আসতে হবে । সামান্য জ্ঞানের বীজও যার মধ্যে পড়বে ; সেও আসবে, চলে যেতে পারবে না । এর দ্বারাই জ্ঞান যে অবিনাশী তা সিদ্ধ (প্রমাণ) হয় ।

গীত :-- ভোলানাথের থেকে নিরালা ••••

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন ভোলানাথ প্রাণেশ্বরের সামনে বসে আছে , আর তারা খুব ভালোভাবেই জানে যে , বেহদের মালিক ভোলানাথের কাছ থেকেই আমরা স্বর্গের বর্সা পাচ্ছি । বুদ্ধি ওখানেই চলে যায় । বরাবর বাবাকে সাথী করেই আমরা বাবার ঘরে যাই । এখন বাবা ডাকতে এসেছেন যেমন, সাজন (প্রেমিক) তার সজনীকে (প্রেমিকা) ডাকে । একজন সাজন এসেই তাঁর সব সজনীদের সুগন্ধী ফুল তৈরি করেন । ওঁনার নামই হলো পতিত-পাবন, কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায় । ভুলে যাওয়াও ড্রামার অন্তর্ভুক্ত । বাবা এসে সমস্ত রাজ(গুহ্য, গোপনীয়) বুঝিয়ে দেন। তোমরা ভাগ্যশালী স্টারদের পদও বাবার থেকে উঁচু । যেমন বাবা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তেমনই তোমরাও ব্রহ্মাণ্ডের মালিক । তোমরাও ওখানে বাবার সাথে ছিলে, কিন্তু তোমরা বাচ্চাদের তো পার্ট বাজাতেই হবে । তোমরা জান আমরা বৈকুন্ঠনাথ হওয়ার জন্য ত্রিলোকীনাথের (তিন লোকের মালিক) কাছে এসেছি । বাবা বলেন, বাচ্চারা -- তোমরাও এ সময় ত্রিলোকীনাথ আর আমিও ত্রিলোকীনাথ, তারপর যখন সত্যযুগ আসে, তোমরা তার নাথ হও ; আমি হইনা । আমি আসি তোমরা আত্মাদের রাবণের জেলের দুঃখ থেকে মুক্ত করতে । রাবণের কাছ থেকে তোমরা অনেক দুঃখ পেয়েছ । ড্রামাকে বাচ্চারা বুঝে গেছে, চার যুগ নয় ; যুগ পাঁচটা । চারটে যুগ দীর্ঘ আর সঙ্গমযুগ হলো বাড়তি একটি যুগ (পরমাত্মার সাথে আত্মার মিলনের যুগ) । এই নলেজ বাচ্চাদের স্মৃতিতে থাকা উচিত কেননা জ্ঞানের সাগরের সন্তান তোমরা। ভক্তি মার্গে তাঁর অপার মহিমা হয় - তুমি জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর । এই মহিমা কিন্তু বৈকুন্ঠনাথদের প্রতি করা হয় না । তাদের বলা হয় সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ •••• এই কলিযুগে তো তাদের মতো কেউ হয়না । নিশ্চয়ই ঐ গুণ দ্বারা সম্পন্ন করতে কেউ এসেছিল, সুতরাং স্বর্গের মালিক শুধু তোমরাই হও । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর যারা সূক্ষ্মবতন নিবাসী দেবতা তাঁদের ও যুগল রূপে দেখানো হয় -প্রবৃত্তি মার্গ দেখানোর জন্য । সুতরাং স্বর্গ এখানেই তৈরি হয় । ব্রাহ্মণ বর্ণ থেকে তোমরা দেবতা বর্ণ তারপর ক্ষত্রিয় বর্ণে আসবে । বুদ্ধিমান বাচ্চা যারা হয় ,তারা খুব ভালোভাবে পড়ার প্রতি মনোযোগ দেয় । অজ্ঞানকালেও বাচ্চা হলে বুঝে নেয় যে বংশে উত্তরাধিকারী এসেছে । তোমরাও মাম্মা-বাবা বলো তবে তো তোমরাও উত্তরাধিকারী তাইনা ! যেমন গান্ধীজিকে বাপুজি বলা হতো । এমনিতে ভারতে মাতা-

পিতা অনেককেই বলা হয় । বয়স্কদের পিতা বলা হয়, শুধু বলার জন্যই বলা । ইনিতো সবার বাপুজি , জগত সংসারে সবার পিতা । প্রাণেশ্বর অর্থাত্ সব আত্মাদের ঈশ্বর । বাবা বললেই বর্সার সুখানুভূতি অন্তরে অনুভূত হয় । তোমরা বাচ্চাদের সেই সুখানুভূতি নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে উপলব্ধি হয় । প্রকৃতপক্ষে বেহদের বাবা এসেই রাজযোগ শেখান । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর তো রাজযোগ শেখাতে পারেননা । ভগবানুবাচ - দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষই হলো দেবী -দেবতা । পরমেশ্বর অর্থাত্ গডফাদার । ভারতেই বলা হয়ে থাকে -- পরমপিতা পরমাত্মা, সুপ্রিম গডফাদার । ঈশ্বরকে ডাকার সাথে সাথে বুদ্ধিও উপর দিকে চলে যায়, কেননা জানে যে , ফাদার উপরেই থাকেন । এখন তোমরা বাচ্চারাও বুঝে গেছ যে -- আমরাও ওখানকার বাসিন্দা । এখন আমরা প্রাণেশ্বরের সামনে বসে আছি। বাবা সামনে বসে স্মরণ করিয়ে দিলে নিশ্চিত হও -- যে ইনি কোনও সাধু - মহাত্মা নন । আমরা মাত - পিতার সামনেই বসে আছি । তোমরা কেন ওঁনার সন্তান হয়েছ ? মাতা - পিতার কাছ থেকে ২১ জন্মের বর্সা প্রাপ্ত করার জন্য । যদি নিশ্চয়তা নেই তো কেন বসে আছ ? কারণ চাই। বিনা পরিচয়ে কেউ কারও সামনে এসে বসতে পারে না । দুনিয়ায় একজন অপর জনের পরিচিত হয় - ইনি সন্ন্যাসী, ইনি গভর্নর ইত্যাদি •••• এখানে এই বাবা গুপ্ত, কেননা বুঝেছে যে পরমপিতা পরমাত্মা পরমধাম নিবাসী, সুতরাং তাঁকে সর্বব্যাপী বলার কোনও অর্থই নেই । আত্মা স্মরণ করে বলে -- হে গডফাদার । স্বয়ংই পরমাত্মা হলে কেন ডাকে ? এসবই বোঝার ব্যাপার, কিন্তু মায়া এমনই জালে জড়িয়ে দেয় যে, বুঝতেই চায় না । যে কথা মুখে বলা হয় তার প্রতি কোনও বিশ্বাস রাখেনা । মায়া এমনই সংশয়বুদ্ধি করে দেয় । ডেকে বলে -- ও গডফাদার, আবার বলে আমিই পরমাত্মা, তবে ডাকাডাকি কেন করে, কিসের জন্য ? ফাদারতো বাচ্চারাই বলবে, স্মরণ তো একজনকেই করতে হবে । এখন তোমরা সামনে বসে আছ, জান যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান, তাঁর কাছ থেকে বর্সা নিচ্ছি । এখনতো আর ভুলে যাবে না! বাবা বলেন, বাচ্চারা অশরীরী হও,পবিত্র হও । আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি । ওরা দেবতাদের সামনে গীত গায় -- আমি নির্গুণ, কোনও গুণ নেই আমার মধ্যে। দেবতাদের মহিমা করে আর নিজেদের পাপী মনে করে । নিশ্চিত রূপে প্রথমে সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া ছিল, তাকে স্বর্গ, শিবালয় বলা হত । শিববাবার দ্বারা স্থাপনা হয়েছে স্বর্গ। ভারতবাসীরাও জানে যে, স্বর্গ আছে কিন্তু, ভারত স্বর্গ ছিল, আদি সনাতন দেবী -দেবতারা রাজত্ব করেছিল -- সেসব ভুলে গেছে । কেউ শরীর ত্যাগ করলে বলে স্বর্গে গেছে । স্বর্গ তো হয় সত্যযুগে, কলিযুগে থোড়াই স্বর্গ আছে ! যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, অমুক ব্যক্তি স্বর্গে গেছে, তখন তোমরা জিজ্ঞাসা কর স্বর্গ কোথায় আছে ? ভাবে, পরমধামে পরমাত্মার কাছে স্বর্গেই গেছে, নয়তো বলে নির্বাণধামে গেছে, কখনওবা বলে ব্রহ্ম-তত্বে জ্যোতিতে বিলীন হয়ে গেছে । শব্দগুলির মধ্যে কত পার্থক্য । তাকে বলা হয় ব্রহ্ম মহাতত্ব, এ হলো আকাশ তত্ব একে মহাতত্ব বলা হয় না । মহাতত্ব হল -- ব্রহ্ম মহাতত্ব, অর্থাত্ ব্রহ্মান্ড । যেখানে আমরা আত্মারা ডিম্বাকৃতি অনুযায়ী থাকি, যাকে পরমধাম বলা হয় । ব্রহ্মে কেউ কখনও লীন হতে পারে না । বাচ্চাদের অনেক পয়েন্টস বোঝানো হয় যখন সামনে এসে বস । ভক্তরা তো ভগবানকে খুঁজে বেড়ায় । তোমরা জান -- ভক্তি মার্গে সবচেয়ে তীব্র ভক্তি কে করে ? নিশ্চয়ই প্রথমে যে পূজ্য ছিল, সেই পরে প্রথম পূজারী ভক্ত হয়ে ওঠে । একথা শুধু বাচ্চারাই জানে । গায়নও আছে -- নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারী, কিন্তু ওরা ভাবে পরমাত্মা বাবাই স্বয়ং পূজ্য থেকে পূজারী হন। একথা ভুল । বাবা এসে বাচ্চাদের উচ্চ মহিমার জন্য উপযুক্ত করে তোলেন, কিন্তু সবাই স্বর্গের জীবনমুক্তি পাবে না । জীবনমুক্তি পাবে তখন, যখন মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে । জীবনমুক্তি অর্থাত্ মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত। এমনটা নয় যে, সবাই সত্যযুগে আসবে, সত্যযুগে তারাই আসবে যারা

রাজযোগ শিখবে । জ্ঞান মার্গে কত বন্ধন থেকে বেড়িয়ে আসতে হয় । মীরারও এতো বন্ধন ছিল না । সে শুধু বলতো -- কৃষ্ণের সাথে মিলিত হতে হবে, সুতরাং পবিত্র হব । তোমাদেরও কৃষ্ণপুরীতে যেতে হবে । মীরা ছিল ভক্ত শিরোমণি, তোমরা হলে বিজয়মালার শিরোমণি। যে বিজয়মালা পূজিত হয় । ভক্তের মালাকে কখনও পূজা করা হয় না । যে ভারতকে স্বর্গ বানায় তাঁর মালাকেই পূজা করা হয় । ভক্ত তোমরা বাচ্চাদের মালাকে পূজা করে । প্রথমে হয় রুদ্র মালা, তারপর হয় বিষ্ণুর মালা । এটা কেউ জানেনা যে, কার মালা গাঁথা হয়েছে, শুধুই মালা জপতে থাকে। এখন তোমরা ভক্তদের মালা জপ করা হয়না । ভক্তরা তোমরা বাচ্চাদের মালা জপ করবে । তোমরা জান আমাদের বিজয়মালা তৈরি হচ্ছে । তারপর আমরাই স্বয়ং পূজারী হয়ে মালা জপ করব । তোমরাই রাজত্ব কর তারপর তোমরাই আবার সবার প্রথমে মালা জপ কর । তোমাদের দেখেই ভক্তরা আরও অনেক কিছু শিখবে । তোমরা বিশ্বকে স্বর্গ করে তোল। বাবা এসে রাজযোগ শেখান - যার নাম রাখা হয়েছে গীতা । ধর্ম শাস্ত্রের নামও তো চাই, তাই না! যদিও জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় কিন্তু শাস্ত্রতো রচনা হবেই । শাস্ত্র তৈরি করে তার নাম রাখা হয়েছে শ্রীমত ভগবদ্গীতা । ভক্তি মার্গের জন্য গীতা রচিত হয়, সেই গীতা জ্ঞান মার্গের জন্য নয় । কত রকমভাবে গীতা শোনাতে থাকে । এমনটা কখনও বলবেনা যে তোমাদের রাজযোগ শেখান হয় । বলবে ভগবান এসে রাজযোগ শিখিয়ে গেছেন । তারপর সেই শাস্ত্র বসে পড়বে । এখন ভগবান দ্বারা সামনে বসে ঐ গীতা জ্ঞান শুনে আমরা স্বর্গের মালিক হয়ে উঠি। বাবা বলেন, আমি একবারই এসে তোমরা বাচ্চাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজারও রাজা বানাতে আসি । সদ্গতি দিতে পারবে এমন কেউ যতদিন পর্যন্ত না আসবে, ততদিন ভক্তি মার্গের মহিমা চলতে থাকবে । যে পূর্ববর্তী কল্পে এসেছিল সেই শুনবে । এরকম এখনও অনেক আসবে । সূর্যবংশী -চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, সুতরাং কত কত আসতে থাকবে । জ্ঞানের বিনাশ কখনওই হয়না । সাহুকার (বিত্তবান), প্রজা, সাধারণ প্রজা, চাকর ইত্যাদি চাই, তাই না ! কত বড়ো রাজধানী স্থাপন হতে যাচ্ছে । মানুষ কি থোড়াই জানে কিভাবে সত্যযুগের রাজধানী স্থাপন হবে ? যদি জানে, তবে সবাইকে শোনাবে । বাবাকে ভুলে গেছে । নিরাকার শিব ভগবানের পরিবর্তে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে দিয়েছে । শিবজয়ন্তীর পরেই কৃষ্ণ জয়ন্তী আসে । কৃষ্ণ হলেন বৈকুন্ঠনাথ । এখানে বসে তোমাদের বৈকুন্ঠনাথ বানান । ওরা কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে । ভারতের জ্ঞানের সুতো কতো জটিল । এখন ভালোভাবে গ্রহণ করে নলেজফুল হতে হবে । দেখতে হবে আমি কত মার্কস নিয়ে পাশ করেছি । এখন পাশ করলে কল্প -কল্পান্তরেও তাই হবে । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই পড়তে হবে । এরকম তো কোথাও হয়না যে - বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, স্ত্রী - পুরুষ, গৃহবধূ ইত্যাদি সবাই একত্রে পড়ছে । শাস্ত্র ও এভাবে পড়া হত না । মায়েদের বলা হতো -- শাস্ত্র তোমরা পড়বে না, এসব তোমাদের জন্য নয় । পুরুষরাই শাস্ত্র পড়ে পন্ডিত হতো । এখানে দেখ কারা কারা পড়ছে। কত রকমের বৃদ্ধ -বৃদ্ধারা আসে । আশ্চর্যজনক তাই না ! গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই কমল ফুলের মতো পবিত্র হতে হবে, কেননা রাজযোগ শিখতে হবে । গডফাদারলী স্টুডেন্টস হতে হবে । এর নামই হলো -- ঈশ্বরীয় ব্রহ্মাকুমার-কুমারী কলেজ । ঈশ্বর ব্রহ্মা দ্বারা জ্ঞান প্রদান করছেন । ব্রহ্মা থোড়াই কোনও বিষ্ণুর নাভি থেকে নির্গত হন ! ইনি পরমপিতা পরমাত্মার নাভি একথাই বলা হবে। শিববাবা-ই তো বীজ রূপ। ওঁর দ্বারাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর সৃষ্টি হয়েছে । তিনজনের নামের অর্থ ও কাজ সবই আলাদা । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ -- বরাবর বিষ্ণুর সাথে লক্ষ্মীকে দেখানো হয় । নর-নারায়ণ মন্দিরে ওঁনার চতুর্ভুজ দেখানো হয় । নারায়ণের সাথে অবশ্যই লক্ষ্মী থাকবে ।নর - নারায়ণ, নারী - লক্ষ্মী । নর-নারায়ণের ৪ ভূজ (বাহু) তৈরি করে। নারায়ণের আলাদা, লক্ষ্মীর আলাদা দুই -দুই

ভূজ দেওয়া উচিত । এই নিয়মানুযায়ী মন্দির প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কিন্তু বেচারা নর - নারায়ণ মন্দির সম্পর্কে কিছুই বোঝেনা । নর - নারায়ণের সাথে লক্ষ্মীকেও প্রতিষ্ঠিত করে । দীপাবলি উৎসবে মহালক্ষ্মীর পূজা করে । মায়েদের কত মহিমা । জগত অম্বার মহিমা প্রসিদ্ধ । অম্বাকে বড়ো মিষ্টি লাগে, কেননা তিনি কুমারী । এই কুমারী শব্দের ভারতে অনেক সম্মান, কিন্তু এর মহত্ব জানেনা । জগৎ অম্বার অগাধ মান । বাবারও এতো মান নেই । বাবা-ই এসে মাতাদের উচ্চ স্থান দিয়েছেন। সুতরাং বাহাদুর (সাহসী) হতে হবে, সিংহের উপর সওয়ারি হতে হবে । অত্যাচারও হবে তার জন্য । কিন্তু বাবার হওয়া মানেই কঠিন পরিস্থিতিতেও ধারণা আর নিয়মের প্রতি অটল থাকা । পবিত্রতা ধারণ করে উচ্চপদ অবশ্যই পেতে হবে । মীরাও তো পবিত্র হয়েছিল তাই না ! বাবা কুমারীদের বলেন -- বল, আমরা পবিত্র হয়ে বৈকুন্ঠের মালিক হতে চাই । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা, বাপ-দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রকৃত উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য বুদ্ধিমান হতে হবে। জ্ঞানকে ভালোভাবে ধারণ করে নলেজফুল হতে হবে । বাবার মতো মহিমার উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে ।

২) বিজয়মালার শিরোমণি (প্রধান) হওয়ার জন্য মায়ার বন্ধনকে ছিন্ন করতে হবে । অনেক বাহাদুর হতে হবে, পবিত্র অবশ্যই হতে হবে ।

বরদান : - ছোট ছোট অবজ্ঞার বোঝাকে সমাপ্ত করে সদা সমর্থ শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান ভব (হও)

যেমন অমৃত বেলায় ওঠার আজ্ঞা আছে, উঠে বসে তো যাও, কিন্তু বিধিপূর্বক সিদ্ধি প্রাপ্ত করতে অসমর্থ থেকে যাও । সুইট সাইলেন্সের সাথে নিদ্রার সাইলেন্স মিশ্রিত হয়ে যায় । বাবার আদেশ - কোনও আত্মাকে দুঃখ দিও না আর দুঃখ পেওনা । তোমরা দুঃখ দাও না কিন্তু দুঃখ নিয়ে নাও । বাবার আদেশ - ক্রোধ কোরো না - কিন্তু তোমরা মেজাজ দেখাও । এরকম ছোট ছোট অবজ্ঞা মনকে ভারি করে তোলে । অবজ্ঞা অর্থাত্ বাবার আজ্ঞা পালন না করা । এখন একে সমাপ্ত করে, আজ্ঞাকারী চরিত্রের চিত্র তৈরি কর, তবেই বলা হবে সদা সমর্থ চরিত্রবান আত্মা ।

স্লোগান : - সম্মান চাওয়ার পরিবর্তে যদি সবাইকে সম্মান দাও, তবে স্বততঃ সবার সম্মান প্রাপ্তি হবে ।